দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25 JUN 1990 ... কলাম ... ৮ ...
পৃষ্ঠা ... ৫

৯/

76

নকলের মোহ

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ইসলামপুর এলাকায় একটি নকল ঘড়ি তৈরীর কারখানা আবিষ্কার করেছে এবং কারখানার দুজন মালিককেও গ্রেফতার করেছে। ওই কারখানায় প্রস্তুত ঘড়িতে সিটিজেন রিকো সিকো ইত্যাদি প্রখ্যাত কোম্পানীর ছাপ মারা হত।

নকল কারখানা আবিষ্কারের খবর এখন পরীক্ষায় নকলের মতই আমাদের কাছে সাদামাঠা। এ রকম হরহামেশাই ঘটে। সাবান থেকে শুরু করে কোল্ড ড্রিংক পর্যন্ত অনেক কিছুর নকল আমরা দেখেছি। তবে নকল ঘড়ির খবরটা তেমন নিষ্প্রভ নয়। শুধু সুইজারল্যান্ড বা জাপানেই নয় বাংলাদেশেও যে ঘড়ি তৈরি হয়, এ বিষয়টা আমাদের জন্য শ্লাঘার বিষয় হতে পারত। বাংলাদেশে ঘড়ি শিল্প গড়ে উঠলে তার সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত মন্তব্য করা না গেলেও একটা অগ্রগতির লক্ষণ হিসাবে অন্তত তাকে ধরা যেত। কিন্তু মুশকিল ঘটিয়েছে ওই নকল ছাপের মায়া। নিজের কীর্তিকে অন্যের বলে চালিয়ে দেবার এই প্রবণতা অবশ্যই নিঃস্বার্থ নয়। ওই 'সিকো' রিকোর নকল ছাপ যে মূল্য বয়ে আনবে, নিজের কীর্তির বড়াই করতে গেলে তা আসবে না। তাই ঘড়ি তৈরীর যেটুকু প্রতিভা তা নকল ছাপের নীচেই চাপা পড়ে যায়।

তবু বলতে ইচ্ছা করে, যে অধ্যবসায় ওই নকল ঘড়ি নির্মাতারা এই কাজের পেছনে ব্যয় করেছেন তা এরকম নকলের কাঠামোর মধ্যে না হয়ে যদি সত্য সাধনা হত তাহলে সমস্ত ঘটনা অন্য রকম হতে পারত হয়ত। আজ পুলিশের হাতে এভাবে গ্রেফতার ও হেনস্তা না হয়ে তারা সাফল্যের জন্য হয়ত সম্মানিতও হতে পারতেন। এমনও তো হতে পারে, তারা এমন কোন বিপথগামী প্রতিভা যারা সঠিক পথে চললে নিজের ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করতেন।

পরীক্ষায় যারা নকল করেন তারাও তো এই নকলের পেছনে ঢের শ্রম ও সময় ব্যয় করেন। এই সময় তারা পড়াশোনায় ব্যয় করলে তাদের প্রত্যাশিত ফল লাভ হয়ত সহজতর হত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, আমরা সব কিছু সহজে পেতে চাই। সংক্ষিপ্ত পথে দ্রুত লক্ষ্যে পৌছাতে চাই। কিন্তু সাফল্যের মেড ইজি খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সাফল্য হাতছাড়া হয়ে যায়। ব্যর্থতার গ্লানিই প্রাপ্য হয়ে ওঠে আমাদের জন্য।

সহজে পাওয়ায় হয়ত মজা আছে, কিন্তু সাধনায় পাওয়ার মধ্যে আছে গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি। সাধনার পথই সত্যিকার প্রাপ্তির পথ—এটা আমাদের বুঝতে হবে।